কার্যনির্বাহী সার-সংক্ষেপ

সশস্ত্র সংঘাত ব্যক্তি, পরিবার, এবং গোষ্ঠীর উপর ব্যপক মানবিক ও অর্থনৈতিক বোঝার সৃষ্টি করে। সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং বড় ও ছোট মাত্রার অপরাধ হতে উদ্ভূত সহিংসতার ফলে প্রতি বছর ৭৪০,০০০ এর অধিক লোক নিহত হয়। এই মৃত্যুর বেশিরভাগ (৪৯০,০০০)সংঘটিত হয় যুদ্ধ-ক্ষেত্রের বাইরে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধ হচ্ছে সশস্ত্র সংঘাতের অনেকগুলো রূপের মধ্যে একটি, এবং অধিকাংশ অঞ্চলে এটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রূপ নয়।

বিভিন্ন বয়েসের দলের মধ্যে ছড়িয়ে থাকলেও, সশস্ত্র সংঘাত কিছু নির্দিষ্ট দল ও অঞ্চলকে বেশী আক্রান্ত করে। বিশ্বব্যাপী ১৫ ও ৪৪ বছরের মধ্যকার মানুষের মৃত্যুর বিভিন্ন কারণের ক্ষেত্রে, সশস্ত্র সংঘাত চতুর্থ। চল্লিশটির বেশি দেশে, এটি মৃত্যুর শীর্ষ দশটি কারণের ভেতর অন্যতম। দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকাতে, মৃত্যুর শীর্ষ কারনসমূহের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের অবস্থান যথাক্রমে সপ্তম ও নবম (Peden, McGee, and Krug 2002, WHO, 2008b)।[1] তা সত্ত্বেও, কিছু বিশেষ বয়সের দল ও ভৌগলিক এলাকাসমূহ সশস্ত্র সংঘাত দ্বারা অপেক্ষাকৃত বেশি আক্রান্ত। নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ না করলে, সশস্ত্র সংঘাতের পূর্ণ চিত্রটি প্রায়শই দৃশ্যমান হয়না।

মৃত্যু ছাড়াও, সশস্ত্র সংঘাতের কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যপক মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। প্রতি বছর অজানা সংখ্যক মানুষ স্থায়ী পঙ্গুত্বের শিকার হয়, এবং অনেকে ব্যপক শারীরিক ও মানসিক ক্ষত বহন করে জীবন অতিবাহিত করে।[2] সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষতিকর প্রভাবের মধ্যে রয়েছে, শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা, মস্তিষ্ক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আঘাত, কাঁটা-ছেঁড়া ও ফোস্কা, তীব্র ব্যাথার লক্ষণ, এবং বিভিন্ন প্রকারের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য-জনিত সমস্যা (WHO, 2008a)।

এছাড়া, সশস্ত্র সংঘাত সামাজিক গাঁথুনিকে দুর্বল করে, ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার বীজ বপন করে, মানবসম্পদ ও সামাজিক পুঁজি ধ্বংস করে, এবং বিনিয়োগ ও বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকারিতা ব্যহত করে। মৃত্যু, এবং যুদ্ধের ধ্বংসলীলা-যা শুরু হবার পর বিভিন্ন বছর জুড়ে চলে ও শুধু নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে-মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধিকে বার্ষিক ২ শতাংশের বেশী হারে কমিয়ে দেয়। লড়াই শেষ হবার পরবর্তী বছরগুলোতেও এর প্রভাবটা থেকে যায়। বিরোধবিহীন সশস্ত্র সংঘাত (বড় ও ছোট মাত্রার অপরাধ ও রাজনৈতিক সংঘাত) অর্থনৈতিক ক্ষতির সৃষ্টি করে। উৎপাদনশীলতার হিসেবে, বিশ্বজুড়ে এই ক্ষতির বার্ষিক পরিমাণ ৯৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এটি ১৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উত্তীর্ণ হতে পারে।

সশস্ত্র সংঘাত সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা এবং তথ্য সংগ্রহ করা কঠিণ ও অনেকসময় বিতর্কিত। সংঘাতের কিছু রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে (সংঘাতের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক না থাকলেও) এবং প্রায়শই এটি দৈবক্রমে ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে, বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে

প্রাণঘাতী সশস্ত্র সংঘাতের আসল রূপকে গোপন রাখে; ফলে, নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ দুরুহ হয়ে দাঁড়ায়।

সশস্ত্র সংঘাত হ্রাস করার জন্য কার্যকর ও বাস্তবসম্মত ব্যবস্থার প্রণয়ন সংঘাত সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্যের উন্নয়ন এবং সংঘাতের কারন ও ফলাফল বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। বিশ্বব্যাপী সশস্ত্র সংঘাতের রূপ, মাত্রা ও প্রভাবের পূর্ণচিত্র পাবার জন্য *Global Burden of Armed Violence* প্রতিবেদনে বিভিন্ন উৎস ও তথ্যমালার উল্লেখ আছে। এটি সশস্ত্র সংঘাত ও উন্নয়নের মধ্যকার যোগসূত্রকে ব্যাখ্যার জন্য একটি প্রামাণ্য-ভিত্তি তৈরিতে সাহায্য করেছে। এছাড়াও, এই প্রতিবেদনটি সশস্ত্র সংঘাত ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জেনেভা ঘোষণা বাস্তবায়নের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত।

সশস্ত্র সংঘাতের বিভিন্ন মাত্রা

এই প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে, সশস্ত্র সংঘাত হোল

> কোন ব্যক্তি,দল, গোষ্ঠী, অথবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে অস্ত্র বা গোলা-বারুদের সাহায্য অবৈধ শক্তির (প্রকৃত বা ভীতিপ্রদর্শন) প্রদর্শন যা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং/ অথবা টেকসই উন্নয়নকে বিঘ্নিত করে।

এই সংজ্ঞা অনেক ধরণের কার্যাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যেমনঃ বিরোধের সাথে জড়িত বড়মাত্রার সহিংসতা, যুদ্ধ, আন্তঃগোষ্ঠী ও সম্মিলিত সংঘাত, সংঘবদ্ধ অপরাধ ও অর্থনৈতিকভাবে প্রণোদিত হয়ে সংঘাত, ব্যক্তি বা দল-যারা ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত-কর্তৃক সংঘটিত রাজনৈতিক সংঘাত, এবং আন্তঃব্যক্তিত্ব-মূলক ও জেন্ডার-কেন্দ্রিক সংঘাত।[3]

বর্তমান প্রতিবেদনটি, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংঘাতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবগুলোর একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদান করে। সংঘাত হতে উদ্ভূত ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে রয়েছেঃ সংঘর্ষের কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মৃত্যু, সংঘর্ষ-বহির্ভূত মৃত্যু, যেমনঃ হত্যা, গুম, অপহরণ ও সাহায্য-কর্মীদের মৃত্যু। সশস্ত্র সংঘাতের এই রূপগুলো ব্যাপকভাবে পরিচিত, এবং শীর্ষ নির্দেশক হিসেবে এগুলো সংঘাতের পরিধি ও বিশ্বব্যাপী বন্টনকে বুঝতে সাহায্য করে। এছাড়া, এই নির্দেশকসমূহ সশস্ত্র সংঘাতের অন্য স্বল্পপরিচিত রূপগুলো অনুসন্ধানে সহায়তা করে।

এই প্রতিবেদনের একটি আলাদা অধ্যায়ে নারীদের বিরুদ্ধে স্বল্প-দৃশ্যমান সংঘাতের বিভিন্ন রূপসমূহ তুলে ধরা হয়েছে, এবং সম্ভবপর স্থানে এগুলোকে সশস্ত্র সংঘাতের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রূপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও, সশস্ত্র সংঘাতের সিংহভাগ শিকার (ও আক্রমণকারী) পুরুষ, তারপরেও জেন্ডার কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরণের সংঘাতগুলো ব্যপক বিশ্লেষণের দাবী রাখে এবং সংঘাতের এই রূপগুলো মোটেও পরিচিত নয়।

এই প্রতিবেদনটি হতে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো নিম্নরূপঃ

- সাম্প্রতিক বছরে প্রতি বছর ৭৪০,০০ এর অধিক মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সশস্ত্র সংঘাত (বিরোধ ও অপরাধ-কেন্দ্রিক সংঘাত) হতে নিহত হয়েছে।
- এর মধ্যে ৫৪০,০০০ জনের মৃত্যু খুবই সহিংস, যার একটি বড় অংশের মৃত্যু ঘটেছে বিরোধ-বহির্ভূত সংঘাত হতে।
- অন্তত ২০০,০০০ লোক এবং সম্ভবত আরও লক্ষাধিক যুদ্ধাঞ্চলে প্রাণ হারায় যুদ্ধ হতে উদ্ভূত বিভিন্ন কারণে (যেমনঃ অপুষ্টি, উদরাময়, বা বিভিন্ন সহজ-প্রতিরোধযোগ্য রোগ)।
- ২০০৪ ও ২০০৭ এর মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের ফলে অন্তত ২০৮,৩০০ জনের সহিংস মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতি বছর গড়ে ৫২,০০০ জন প্রাণ হারিয়েছে। সনাতন পদ্ধতিতে করা এই হিসেব শুধু প্রতিবেদিত মৃত্যুকে অন্তর্ভুক্ত করেছে; ফলে প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশী হতে পারে।
- বিরোধ-বহির্ভূত পরিপ্রেক্ষিতে সশস্ত্র সংঘাত হতে সহিংস মৃত্যুর কারণে বার্ষিক অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ উৎপাদনশীলতার হিসেবে ৯৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অংক বেড়ে ১৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর সমতুল্য হতে পারে, যা বিশ্বের মোট বার্ষিক দেশজ উৎপাদনের ০.১৪ শতাংশ।

চিত্র ১। মৃত্যুর প্রকারভেদ

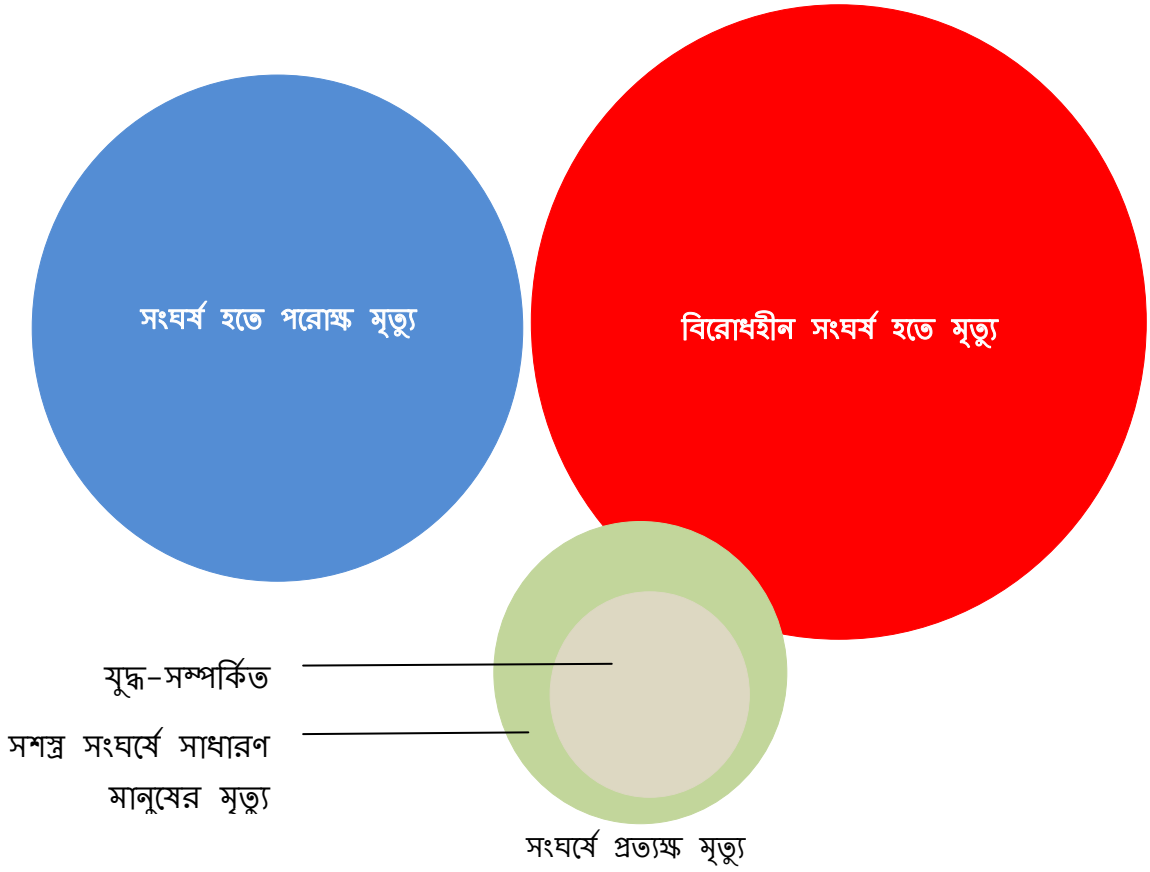

এই প্রতিবেদনের বিভিন্ন অধ্যায়ে এই পরিসংখ্যান বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, বিরোধ-বহির্ভূত ক্ষেত্রে সহিংস মৃত্যু ও সশস্ত্র বিরোধের কারণে পরোক্ষ মৃত্যু সশস্ত্র সংঘাত হতে বৈশ্বিক মৃত্যুর একটি বড় অংশ, এবং এই সংখ্যাটা সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত যুদ্ধে সহিংসভাবে নিহতের সংখ্যা হতে বেশী।

চিত্র ১, বিশ্বে সশস্ত্র সংঘাত হতে সংঘঠিত বিভিন্ন ধরণের মৃত্যুর অনুপাত দেখাচ্ছে। ছোট সবুজ বৃত্তটি দেখাচ্ছে বিশ্বব্যাপী সংঘাত হতে কি অনুপাতে সাধারণ মানুষ ও সেনা সদস্যের প্রত্যক্ষ মৃত্যু হয়েছে। এটি বিশ্বেজুড়ে সশস্ত্র সংঘাত-জনিত মোট মৃত্যুর প্রায় সাত শতাংশ। অন্যদিকে, অপেক্ষাকৃত বড় নীল বৃত্তটি সশস্ত্র সংঘাত হতে পরোক্ষ মৃত্যুর অনুপাত দেখাচ্ছে, যা প্রায় ২৭ শতাংশ। বিরোধহীন পরিবেশে সহিংস মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি বছর ৪৯০,০০০। এটি সশস্ত্র সংঘাত-জনিত মোট বৈশ্বিক মৃত্যুর দুই-তৃতীয়াংশ বা ৬৬ শতাংশ।[4] এই হিসেবের বাইরেও, অজানা সংখ্যক মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে আহত হয়েছে, যা সশস্ত্র সংঘাত-সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক ক্ষতির অংশ।

সাধারণত, বিভিন্ন ধরণের সশস্ত্র সংঘাতকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়, যেন এই সংঘাতগুলো ঘটার পেছনের কারণ ও এদের মাত্রা মূলগতভাবে একে অপরের থেকে আলাদা। কিন্তু বিভিন্ন ধরণের সশস্ত্র সংঘাতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরুপণ করা বাস্তবিক ও বিশ্লেষণগত-ভাবে অসম্ভব; কারণ সশস্ত্র সংঘাতের চরিত্র প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক কারণে সংঘর্ষ বাড়ছে, রাজনৈতিক ও অ-রাজনৈতিক সংঘর্ষের মধ্যে বিভাজন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আন্তঃদেশীয় অপরাধী চক্রের সংখ্যা বাড়ছে, রাষ্ট্রহীন সশস্ত্র দল বিস্তার লাভ করছে এবং সংঘাত-পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তাহীনতার মাত্রা বেড়ে চলছে।

বিভিন্ন সশস্ত্র সংঘর্ষকে একইভাবে বিচার করলে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংঘর্ষ প্রতিরোধ ও হ্রাস করার নীতির সুবিন্যস্ত ও বিস্তৃত প্রণয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। যেহেতু, *Global Burden of Armed Violence* প্রতিবেদনের একটি উদ্দেশ্য হোল মানুষ, সমাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর সশস্ত্র সংঘাতের নেতিবাচক প্রভাবকে তুলে ধরা, সেহেতু মাত্র এক প্রকারের সশস্ত্র সংঘাতকে আলোকপাত করার বদলে, এই সংঘর্ষের একটি বিস্তৃত চিত্র উপস্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী।

এই প্রতিবেদনে, বিভিন্ন সশস্ত্র সংঘাতের ভৌগলিক বন্টনের পাশাপাশি কোন কোন অঞ্চলে এই সংঘর্ষগুলো কেন্দ্রীভূত, তা দেখানো হয়েছে। সংঘাত-সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর সংখ্যা ২০০৫ সাল থেকে বেড়েছে এবং এগুলো শুধুমাত্র কিছু বিশেষ অঞ্চলেই বেশী ঘটে। সংঘর্ষ থেকে প্রত্যক্ষ মৃত্যুর তিন-চতুর্থাংশ ঘটে মাত্র ১০টি দেশে। যদি ২০০৭ সাল নাগাদ আফগানিস্তান, ইরাক, পাকিস্তান, সোমালিয়া, এবং শ্রীলংকাতে সশস্ত্র সংঘাত বন্ধ হতো, তাহলে এই মৃত্যুর পরিমাণ দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পেতো। একটি দেশের মধ্যে, সশস্ত্র সংঘাত শুধুমাত্র কিছু বিশেষ পৌরসভা ও অঞ্চলেই দেখা যায়, এবং অন্য এলাকাকে অপেক্ষাকৃত কম আক্রান্ত করে।

বেশীরভাগ আন্তর্জাতিক মনোযোগ নিবদ্ধ হয় সংঘর্ষ হতে সহিংস মৃত্যুর প্রতিবেদিত সংখ্যার উপর। এই পরিসংখ্যান সিদ্ধান্তপ্রণেতা ও বিশ্লেষক-দেরকে যুদ্ধের তীব্রতা ও সময়ের সাথে এর

বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করলেও, এই কম সংখ্যাগুলো (লক্ষাধিক) সশস্ত্র সংঘাত হতে পরোক্ষ মৃত্যুর অপেক্ষাকৃত বিশাল ক্ষতিকে আড়াল করে রাখে। এক হিসাবমতে, সাম্প্রতিককালে সংঘর্ষের পরোক্ষ শিকার হয়ে এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বছরে গড়ে কমপক্ষে ২০০,০০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে মহিলা, শিশু ও ভগ্ন-স্বাস্থের লোক, যাদের বেশীরভাগ প্রতিরোধ-যোগ্য রোগ ও সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। এরাও সশস্ত্র সংঘাতের শিকার এবং সুষ্ঠু হিসাব-পদ্ধতির মাধ্যমে যুদ্ধাক্রান্তদের মধ্যে এই পরোক্ষ মৃত্যুর পরিসংখ্যানকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পরোক্ষ মৃত্যুর মাত্রা নির্ভর করে যুদ্ধের সময়কাল ও তীব্রতা, মৌলিক সেবা ও সাহায্যর প্রাপ্যতা, এবং ত্রাণ প্রদানের উদ্যোগের কার্যকারিতার উপর।

মানচিত্র ৪.১ উপ-অঞ্চল ভেদে ২০০৪ সালে হত্যাকাণ্ডের হার (প্রতি ১০০, ০০০ জনে)

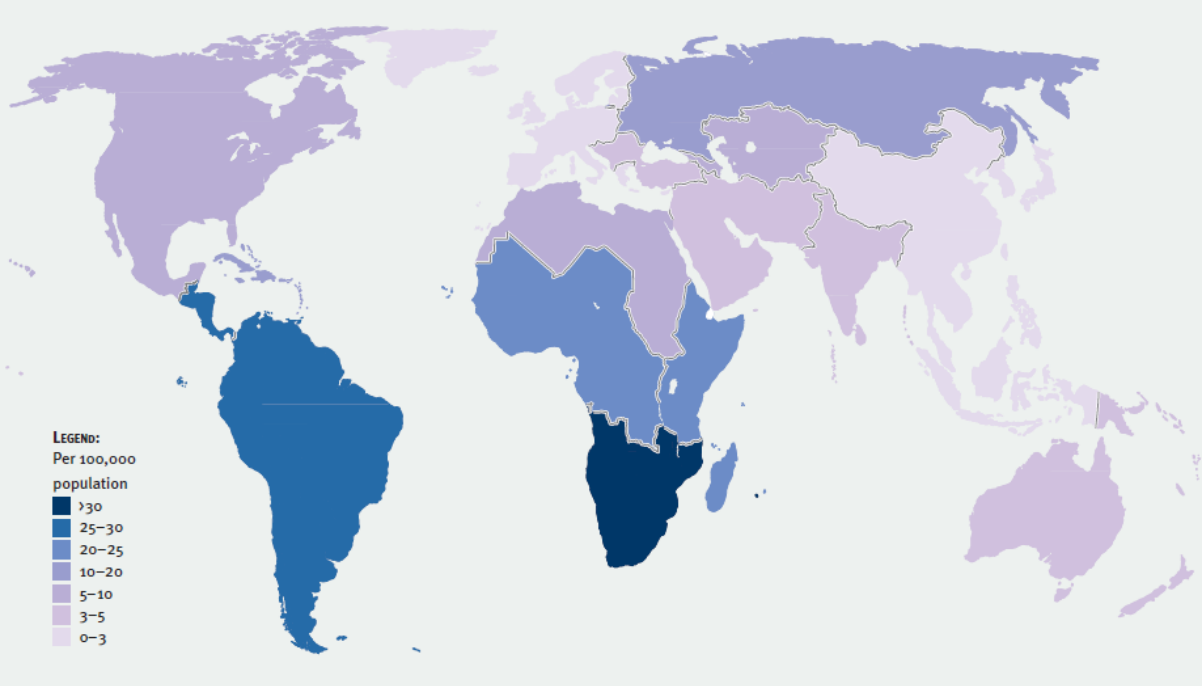

Note: The boundaries and designations used on this map do not imply endorsement or acceptance.

Source: UN Office on Drugs and Crime (UNODC) estimates.

সংঘর্ষের কারণে পরোক্ষ মৃত্যু সংক্রান্ত অধ্যায়ে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ হতে পরোক্ষভাবে নিহতের অনুপাত নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, সহিংস মৃত্যুর তুলনায় সংঘর্ষ হতে পরোক্ষভাবে নিহতের সংখ্যা ৩ থেকে ১৫ গুণ এর মধ্যে। সবচাইতে সংঘাতময় ক্ষেত্রে, যেমনঃ কঙ্গোতে ২০০২ সাল থেকে ৪০০,০০০ এর বেশী লোকের মৃত্যু ঘটেছে, যার একটি বড় অংশ যুদ্ধ থেকে পরোক্ষভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। সুতরাং, এই প্রতিবেদনে হিসেব করা সংঘাত হত পরোক্ষ মৃত্যুর বৈশ্বিক গড় সংখ্যাটি (২০০,০০০) কম হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

এই প্রতিবেদনে আরও দেখা যায় যে, যুদ্ধ শেষ হবার পরও সশস্ত্র সংঘাত ব্যপকভাবে হ্রাস পায়না (যুদ্ধ-পরবর্তী সশস্ত্র সংঘাত)। বিশেষ ক্ষেত্রে, কোন কোন সমাজে যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যে হারে সংঘর্ষ ঘটে, তা যুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া সংঘর্ষের হারের থেকে বেশী। এছাড়া,

শতকরা ২০-২৫ ভাগ ক্ষেত্রে এই সংঘর্ষগুলোর যুদ্ধে রূপান্তর নেবার ঝুঁকি থাকে। যেসব সমাজে মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশের অধিক তরুণ, বেকারত্ব ও উচ্ছেদের হার খুব উঁচু, সেখানে নতুনভাবে সশস্ত্র সংঘর্ষের জন্ম নেবার ঝুঁকি খুব বেশী।

সহিংস মৃত্যুর সিংহভাগ সংঘটিত হয় যুদ্ধবিহীন পরিস্থিতিতে, যার উদ্ভব ঘটে অপরাধ বা রাজনীতি-কেন্দ্রিক ছোট বা বড় মাত্রার সশস্ত্র সংঘাত থেকে। শুধুমাত্র, ২০০৪ সালেই ৪৯০,০০০ মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এই সংখ্যাটা সশস্ত্র সংঘাতের থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যত মানুষ নিহত হয়েছে তার দ্বিগুণ। যুদ্ধ যতই সহিংস হোক না কেন, বিশ্বজুড়ে "প্রাত্যহিক ও কখনো তীব্র" সশস্ত্র সংঘাতের ফলে বেশী লোক মারা যায়। মানচিত্র নং ৪.১ (অধ্যায় ৪ এ উপস্থাপন করা হয়েছে)বিরোধ, ও বিরোধহীন সশস্ত্র সংঘাতের বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতির পাশাপাশি প্রতি ১০০,০০০ জনে কতজন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় তা প্রদর্শন করছে।

বিরোধহীন সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে, ভৌগলিক ও জনমিতির দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। সশস্ত্র সংঘাত সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাকে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত করে। এসব অঞ্চলে বছরে প্রতি ১০০,০০০ জনে ২০ জনের বেশী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়, যেখানে বিশ্বব্যাপী এই হার ৭.৬। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে-যার মধ্যে রয়েছে কলম্বিয়া, গুয়েতেমালা, জ্যামাইকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভেনেজুয়েলা-সহিংস মৃত্যুর হার সবচেয় বেশী। পুলিশ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৫ সালে, এই রাষ্ট্রসমূহে প্রতি ১০০,০০০ জনে ৩৭ (ভেনিজুয়েলা) থেকে ৫৯ (এল সালভাদর) জন লোক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে।[5]

আলোকচিত্রঃ ২০০৮ সালে তিজুয়ানা, মেক্সিকোতে বন্দুক-যুদ্ধের সময় পুলিশ একটি শিশুকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। © জর্জ ডুনেস/রয়টার্স

সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে অস্ত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধুমাত্র আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা শতকরা ৬০ টি হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়। এই হার সর্বোচ্চ মধ্য আমেরিকাতে (শতকরা ৭৭ ভাগ) ও সর্বনিম্ন পশ্চিম ইউরোপে (শতকরা ১৯ ভাগ)। এছাড়াও, সশস্ত্র সংঘাতের জেন্ডার সংক্রান্ত দিক আছে। যদিও সংঘাতের সিংহভাগ শিকার পুরুষ, তবুও অঞ্চলভেদে মহিলাদের মৃত্যুর হারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত, "বেশী সংঘাতময়" দেশে মোট নিহতের শতকরা ১০ ভাগ মহিলা, অন্যদিকে "কম সংঘাতময়" দেশে এই হার শতকরা ৩০ এর মতো। সুতরাং, ঘনিষ্ঠ সহচর কর্তৃক সহিংসতা, সশস্ত্র সংঘাতের অন্য রূপগুলোর সাথে উঠা-নামা করেনা, এবং সম্ভবত সংঘাতের অন্য রূপগুলো কমার পরও এটা হ্রাস পায়না।

সশস্ত্র সংঘাতের অন্য কিছু রূপ আছে, যা মূলত দৃশ্যমান নয়। এই রূপগুলো বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রকৃত ও ধারণাকৃত নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে। বেশ কিছু অঞ্চলে, রাষ্ট্র (বা রাষ্ট্রীয় সংস্থা)

সশস্ত্র সংঘাতের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। কমপক্ষে ৩০টি দেশে প্রতিবছর ৫০ এর বেশী প্রতিবেদিত বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটে। এটি "অনিয়মিত"-ভাবে ঘটে ২০টি দেশে। এছাড়াও, অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। শুধু ২০০৭ সালেই দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে এরকম প্রায় ১,৪২৫টি অপরাধ সংগঠিত হয়েছে।

আলোকচিত্রঃ ২০০৮ সালে বাগদাদের কাম্পসারা জেলাতে গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণের স্থানে জনতা দাঁড়িয়ে আছে।
© ময়সেস সামান/ পানস চিত্রমালা

সশস্ত্র সংঘাতের সাথে অসংখ্য আন্তঃসম্পর্কিত বিষয় জড়িত থাকে, যা হতে সমাজ ও অন্যান্য স্তরে নেতিবাচক প্রভাবের সৃষ্টি হয়। সশস্ত্র সংঘাতের কারণে মানব-সম্পদ, ভৌত পুঁজি ও সুযোগ ব্যায় বিনষ্ট হয়। প্রায়শ সবচেয়ে দরিদ্র ও বিপদগ্রস্ত মানুষেরা সংঘর্ষের অর্থনৈতিক প্রভাব দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়। সশস্ত্র সংঘর্ষের (বিরোধ থাকা বা না থাকা অবস্থায়) অর্থনৈতিক ক্ষতি ও উন্নয়নের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব খুবই বেশী। Contingency valuation পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে নিরাপত্তাহীণতাকে আর্থিকমূল্যে প্রকাশ করে দেখা যায়, একজন ব্যক্তির প্রতিবছর ৭০ মার্কিন ডলারের সমমূল্যের ক্ষতি হয়। অর্থাৎ, বিশ্বে এই ক্ষতির মোট পরিমাণ ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সশস্ত্র সংঘাত প্রতিরোধ ও হ্রাসের উপায়

সশস্ত্র সংঘাত প্রতিরোধযোগ্য। প্রাথমিক পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করলে, সশস্ত্র সংঘাত থেকে সার্বিক ক্ষতির পরিমাণ কমে আসে। মানচিত্র ৫.১ (অধ্যায় ৫ এ উপস্থাপন করা হয়েছে) দেখাচ্ছে, সংঘাত কমায় মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু কতটা বাড়ে। দেখা যায়, মধ্য ও দক্ষিণ

আমেরিকার অনেক দেশে প্রত্যাশিত আয়ু এক বছেরের বেশী বেড়েছে। এই প্রতিবেদনে সশস্ত্র সংঘাত হ্রাস করার জন্য কোন সুদৃঢ় কৌশলের উপর আলোকপাত করা হয়নি; শুধুমাত্র কিছু দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে (WHO, 2008a)। এছাড়া, সাম্প্রতিক তথ্যমালা ও গবেষণার মাধ্যমে এই প্রতিবেদন দেখিয়েছে, কিভাবে সশস্ত্র সংঘাত সমাধানের ব্যার্থতা উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ব্যহত করে। অন্ততপক্ষে, এই প্রতিবেদনটি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও কর্মী, সরকারী কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজের সদস্যদের অনুধাবন করতে সাহায্য করবে যে, মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে নিরাপত্তা।

মানচিত্র ৫.১ ২০০৪ সালে দেশ-ভেদে বিরোধহীন সশস্ত্র সংঘাতের অনুপস্থিতে প্রত্যাশিত আয়ুর সম্ভাব্য বৃদ্ধি।

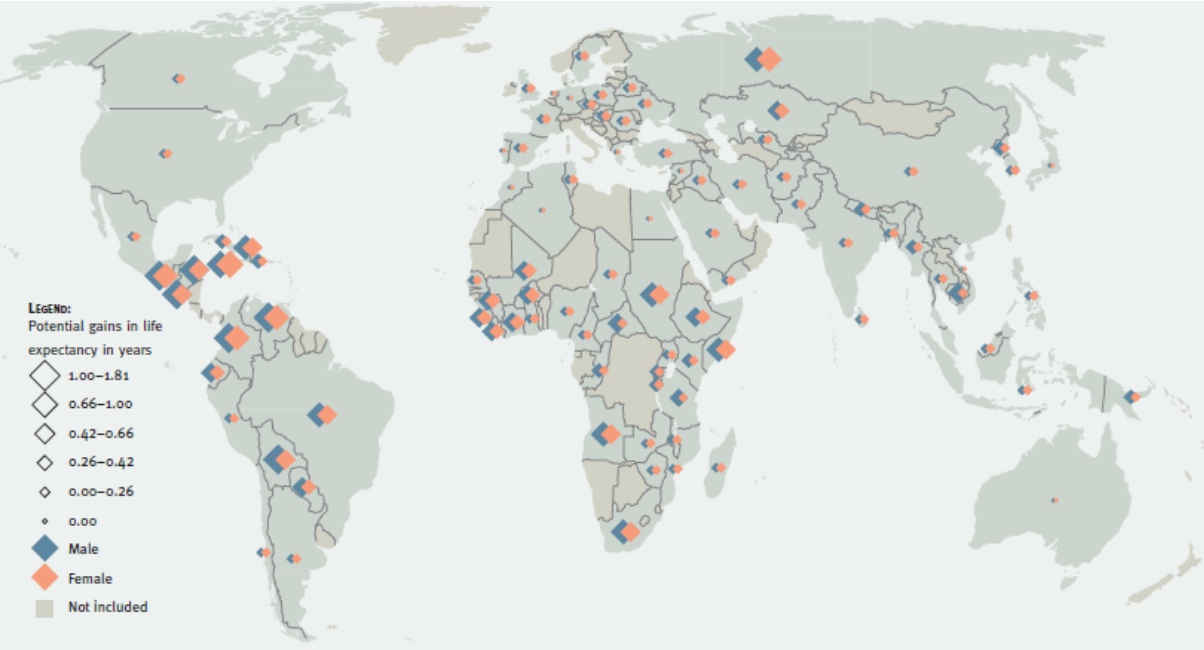

Source: CERAC

বাস্তবিক ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক সশস্ত্র সংঘাতের প্রবণতা বোঝার জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ বাড়ানো অত্যন্ত জরুরী। এজন্য, সশস্ত্র সংঘাতের প্রকৃত ও অনুধাবনকৃত ঝুঁকি ও নেতিবাচক প্রভাব পরিমাপের পদ্ধতি, এবং সশস্ত্র সংঘাত প্রতিরোধ ও হ্রাস করার কার্যক্রমের কার্যকারিতাকে সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণের জন্য, সামাজিক বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য পদ্ধতিসমূহের উন্নয়নে জরুরীভাবে বিনিয়োগ করতে হবে। কার্যকর হস্তক্ষেপ, অগ্রাধিকার খাত নির্বাচন, কার্যক্রম মূল্যায়ন ও জীবন রক্ষার পরিকল্পনা প্রনয়ণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জরুরীভাবে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও তদারকি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।

সশস্ত্র সংঘাত প্রতিরোধ ও হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগের অর্থ হলো, হস্তক্ষেপ, সম্পাদন ও পর্যবেক্ষণের জন্য সরকারী ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতাকে সাহায্য ও শক্তিশালী করা।

এজন্য, জরিপ ও অংশগ্রহণমূলক গবেষণার মাধ্যমে স্থানীয় অবস্থা ও উদ্বেগকে সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করার পদ্ধতির উন্নয়ন করতে হবে। এটা করার জন্য বোঝা উচিত যে, সশস্ত্র সংঘাতের পেছনে নানাধরণের ও কখনো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কারণ রয়েছে এবং সংঘাত সাধারণ সরল রৈখিক নিয়মে ঘটেনা। সর্বশেষে, মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মীদের–যাদের অনেকে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে নিহত হন–নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার। এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে যে, প্রতি ১০০,০০০ সাহায্য কর্মীদের মধ্যে প্রায় ৬০ জন সহিংস মৃত্যুর শিকার হয়। যা মনে করিয়ে দেয়, সারা বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার কর্মীরা কতখানি ঝুঁকির মধ্যে কাজ করছে।

Global Burden of Armed Violence প্রতিবেদনটি হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে সশস্ত্র সংঘাত প্রতিরোধ ও হ্রাস করার কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এই প্রতিবেদনে, প্রামাণ্য–ভিত্তির উন্নয়ন ও এর বৃদ্ধির গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই প্রামাণ্য–ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছেঃ কারা বিপদগ্রস্থ, কোন ধরণের সশস্ত্র সংঘাত হতে আক্রান্ত, কারা সংঘাত ঘটাচ্ছে এবং কি প্রেক্ষিতে ঘটাচ্ছে। বিশ্বব্যপী সশস্ত্র সংঘর্ষকে পরিমাপনীয়ভাবে কমিয়ে আনার জন্য ও মানুষের নিরাপত্তার প্রকৃত উন্নয়নের জন্য এই প্রামাণ্য–ভিত্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে।

পাদটীকা

[1] এই সংখ্যাগুলো WHO Global Burden of Death ডাটাবেজ থেকে নেয়া হয়েছে এবং, বিভিন্ন প্রকারের আন্তঃব্যক্তিত্ব সংঘর্ষ ও যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে নিহতের সংখ্যা যোগ করে পাওয়া গিয়েছে।

[2] WHO এর হিসেবে, সংঘর্ষ হতে আহতের সংখ্যা নিহতের প্রায় ১০ গুণ (WHO, 2008a, p. 4)।

[3] এই সংজ্ঞাতে আত্মঘাতী সংঘর্ষকে (আত্মহত্যা) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। WHO এর মতে, আত্মঘাতী সংঘর্ষ হতে মৃত্যুর সংখ্যা সংঘর্ষ বা হত্যাকাণ্ড–মূলক কার্যক্রম থেকে মৃত্যুর সংখ্যার চেয়ে বেশী। WHO এর হিসেবে, সংঘর্ষের ফলে ঘটা ১.৬ মিলিয়ন মৃত্যুর মধ্যে আত্মহত্যা অন্তর্ভুক্ত (সমগ্র হিসেবের শতকরা ৫৪ ভাগ)। সুতরাং, এই পরিসংখ্যানটি প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সশস্ত্র সংঘাতের এই সংজ্ঞাটি সংঘর্ষ হতে সৃষ্ট শারীরিক ক্ষতির উপর আলোকপাত করে, কিন্তু কাঠামোগত, সাংস্কৃতিক ও মানসিক সংঘর্ষের ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করেনা।

[4] লাল ও সবুজ বৃত্তদ্বয় যেখানে পরস্পরকে ছেদ করেছে, সেই এলাকাটা হত্যাকাণ্ডের পরিসংখ্যানে সংঘর্ষের কারণে সংঘঠিত হওয়া মৃত্যুর দ্বৈতগণনার সম্ভাবনাকে দেখায় (বিরোধহীন সশস্ত্র সংঘর্ষ)।

5.জাতীয় পুলিশ বাহিনী হতে পরিসংখ্যানগুলো প্রাপ্ত। দেখুনঃ
hht://www.derechos.org.ve/publiaciones/infanual/2005-06/pdf/seguridadciudadana.pdf (Venezuela), http://www.fgr.gob.sv/estadisticas/homicidios2005.pdf (El Salvador), www.saps.gov.za/statistics/reports/crimestats/2007/-pdf/category/murder.pdf (South Africa), http://www.undp.org.gt/data/publicacion/informe%20Estad%c3%ADstico%20de%20la%20Violencia%20en%20Guatemala%20final.pdf (Guatemala), CNP (n.d.).